যুগান্তর

তারিখ ..29. JUL..2016..
পৃষ্ঠা ...4... কলাম...2...

রাজীব কুমার সরকার

প্রাথমিক বিদ্যালয়ই হোক সংস্কৃতি চর্চার ভিত্তি

সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলা ও নাশকতার ঘটনা বাংলাদেশকে একটি নতুন মোড়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। কেন তরুণরা এমন বিপথগামী ও নৃশংস হল এ নিয়ে সচেতন মহল বিভিন্ন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি ব্যাখ্যাতেই ভাবনার খোরাক রয়েছে। তবে যেদিকটিতে আমরা গুরুত্ব কম দিচ্ছি অথবা দিচ্ছি না তা হল তারুণ্যের সঙ্গে সুস্থ সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতা। এদিকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিলে অপশক্তির করাল গ্রাস থেকে তারুণ্যকে রক্ষা করার চেষ্টা জোরালো হবে।

এ উদ্যোগ শুরু করতে হবে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ডের ভিত্তি তৈরি হয় প্রাথমিক স্তরে। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ উপলব্ধিটুকু সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মন কাদার মতো। যেভাবে অভিভাবক, শিক্ষক তাকে গড়ন দেবেন সেভাবেই সে গড়ে উঠবে। চরিত্র গঠন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশ এবং দেশপ্রেমের অনুভূতি সৃষ্টিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পারে একটি শক্তিশালী মঞ্চ।

বৈষয়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বনের মতো নেতিবাচক ধারণাগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের থাকে না। এ সময় যদি তাদের মনে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত করা যায় তবে ভবিষ্যতে তারাই হবে প্রযুক্তিনির্ভর, অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা। আর যদি এ উদ্যোগ গ্রহণে আমরা পিছপা হই তবে প্রতিক্রিয়া হবে বিপরীত। শিশুর শূন্য মস্তিষ্কে যে কোনো চিন্তা সহজেই বিকশিত হয়— সেটি হতে পারে সৃজনশীল চিন্তা, হতে পারে ধ্বংসাত্মক। এ দায়িত্ব যৌথভাবে পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিতে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, এ দেশের সব পরিবারে শিক্ষিত, সচেতন অভিভাবক নেই। এ শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। শিশু মনে প্রভাব বিস্তারের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা শিক্ষকের। বিশ্বখ্যাত মনীষীদের জীবনী পাঠ করলে দেখা যায় প্রায় প্রত্যেকেই শৈশবে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন কোনো না কোনো শিক্ষকের কাছে। বাল্যকালে শিক্ষকদের প্রেরণায় প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে— এদেশেও এমন অজস্র উদাহরণ রয়েছে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনা, শ্রেষ্ঠ মনীষীর কীর্তির সঙ্গে যদি জীবনের শুরুতেই শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেয়া যায়, তবে আলোকিত জীবন গড়ার জন্য তারা উদ্বুদ্ধ হবে। কিন্তু এ পথে আমরা হাঁটছি বলে মনে হয় না।

> বৈষয়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বনের মতো নেতিবাচক ধারণাগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের থাকে না। এ সময় যদি তাদের মনে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত করা যায় তবে ভবিষ্যতে তারাই হবে প্রযুক্তিনির্ভর, অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা। আর যদি এ উদ্যোগ গ্রহণে আমরা পিছপা হই তবে প্রতিক্রিয়া হবে বিপরীত।

আমরা কোন পথে হাঁটছি এখন? শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে ঠিক ততটুকুই পড়ান যা পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী, অভিভাবকও এর বাইরে কিছু চান না। ফলে পরীক্ষাসর্বস্ব একটি যান্ত্রিক প্রজন্মে পরিণত হতে পারে শিশুরা। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ব্যতিক্রম নিয়মকেই প্রমাণ করে। সরকার এ বিষয়ে আন্তরিক। শিশুদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ যেন জাগ্রত হয় সে লক্ষ্যে সংস্কৃতি চর্চাকে গুরুত্ব দিচ্ছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে; কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সবক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক নয়।

গণসাক্ষরতা অভিযানের একটি জরিপে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হতাশাজনক চিত্র ফুটে উঠেছে। শতকরা ২৩ ভাগ বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় না। শতকরা ৮৮ ভাগ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার নেই। শতকরা ৪৫ ভাগ প্রতিষ্ঠানে নেই সাংস্কৃতিক আয়োজন। শতকরা ৪১ ভাগ প্রতিষ্ঠানে নেই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। শতকরা ৭০ ভাগ বিদ্যালয়ে স্কাউটিং নেই।

এগুলো নিছক তথ্য পরিসংখ্যান নয়, জাতি হিসেবে আমাদের জন্য অশনিসংকেতও। নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার যে বীজ শিশুমনে রোপিত হয় তা-ই পরবর্তীকালে ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের মহীরুহ হয়ে সর্বনাশ ঘটাতে পারে। তাই শ্রেণীকক্ষের পড়াশোনার পাশাপাশি চিরায়ত সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে শিশুদের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে হবে শুরু থেকেই। কালক্রমে সে নিজেই জগৎ ও জীবনের ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করতে এবং নেতিবাচক দিকগুলো বর্জন করতে শিখবে। ভালো-মন্দের এ পার্থক্য বোধ শৈশবেই যদি আমরা তাদের মনে তৈরি করতে পারি, তবে তাদের সুন্দর জীবন যেমন নিশ্চিত হবে, তেমনি সুগম হবে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নিরাপত্তাও। তাই সুস্থ সংস্কৃতির নিয়মিত চর্চার কোনো বিকল্প নেই। তা শুরু করতে হবে অবিলম্বে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে।

রাজীব কুমার সরকার : *উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ প্রাপ্ত*